স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম
হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**
চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

স্কুল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সম্ভব কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫২শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২২শে আষাঢ় বুধবার, ১৩৭২ ইং 7th July 1965 { ৮-ম সংখ্যা

সকল ঘরের তরে ...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

G. P. Seave

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুল ও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

PATENT NO.62356.07.87

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

চিরকাল স্বাচ্ছন্দ্য ও নিপুণতা আনবে।

প্রস্তুতকারক,
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দাঁত তোলানোর ও বাঁধানোর
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ডেন্টাল ক্লিনিক

ডাক্তার শ্রীদীনেশকুমার প্রামাণিক, ডেন্টাল সার্জ্জেন

পোঃ জিয়াগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

স্টুডেন্টস ফেভারিট

রঘুনাথগঞ্জ, (বাস ষ্ট্যাণ্ড) মুর্শিদাবাদ

★ পাঠাগার, স্কুল ও কলেজের সব রকমের বই, খেলার সরঞ্জাম, কাগজ পেন ইত্যাদি সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে আষাঢ় বুধবার সন ১৩৭২ সাল।

পরীক্ষায় পাশ-ফেলে হাসিকান্না

—০—

পর পর কয়েকদিন হাইয়ার সেকেণ্ডারী, প্রি-ইউনিভারসিটি ও বি-এ পরীক্ষার পাশের ফল প্রকাশিত হইল। যে বহিতে ফল বাহির হইয়াছে, ইস্কুলের নাম ও ছাত্রের নাম তাতে নাই। আছে যে ছাত্র যে কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়াছে, সেই কেন্দ্রে তার রোলনম্বর, ছাপা দেখিয়া যিনি যার রোলনম্বর অবগত আছেন, তিনিই বুঝিলেন তার পরিচিত অমুক পাশ করিয়াছে। নম্বরের পাশে মুদ্রিত 'এফ' 'এস' এবং 'টি' অক্ষর দেখিয়া বোঝা গেল তার পরিচিত ছাত্র বা ছাত্রী কোন্ বিভাগে বা ডিভিসনে স্থান পাইয়াছে।

যে পরীক্ষার্থী বা পরীক্ষার্থিনী ফলের কাগজ স্বয়ং দেখিতে পাইলেন, তিনি নিজেই তাহার ভাগ্যলিপি অবগত হইয়া আনন্দ বা নিরানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশ করিলেন তাঁহারা বেশ বড় মুখ করিয়া তাহা প্রকাশ করিলেন, সেকেণ্ড ডিভিসনে পাশ যিনি তিনি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা নরম সুরে বলিলেন—সেকেণ্ড। আর যিনি থার্ড ডিভিসনে পাশ তিনি খুব দীন মলিনভাবে তাঁহার ডিভিসন উচ্চারণ করিলেন। থার্ড ডিভিসনে পাশ যিনি, কোনও কলেজে ভর্ত্তি হইবার সময়ও ভর্ত্তি হবো কি হবো না এই সন্দেহের দোলায় দুলিতে থাকিবেন।

ট্রেণের প্যাসেঞ্জারগণ উচ্চতম শ্রেণী বা নিম্নতম শ্রেণীতে আরোহী হইয়া প্রায় এক সময়েই গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারেন। কলেজে নিম্নতম বিভাগের ছাত্র ভর্ত্তি হবার সময় বড়ই লাঞ্ছনা অনুভব করিতে বাধ্য হন। উপায় নাই, কদর অনুসারে আদর ও অনাদর চিরদিনই পাইতে হয়। সময় সময় এই নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায়।

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের জন্ম শতবার্ষিকী

প্রখ্যাত নাট্যকার পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা-বিনোদ মহাশয়ের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব নিমতিতা জি-ডি-ইনষ্টিটিউশনে হইয়া গিয়াছে। ক্ষীরোদ-প্রসাদ শতবার্ষিকী উৎসবের সভাপতিত্ব করেন সমাচার সম্পাদক শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন প্রধান শিক্ষক শ্রীঅনিলকুমার সান্যাল। শ্রীমতী দেবযানী চৌধুরীর উদ্বোধন সংগীতের পর শতবার্ষিকী উৎসব কমিটির সম্পাদক শ্রীসৌমেন চৌধুরী উৎসবের কর্ম্মসূচী আলোচনা করেন এবং নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। নিমতিতার সহিত ক্ষীরোদপ্রসাদের সম্বন্ধের সম্পর্কে বলেন সাংবাদিক অবনীমোহন বসুদাস। অনুষ্ঠানের সভাপতি, পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাট্য, কর্ম্ম ও জীবনী সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের শেষে প্রতাপাদিত্য নাটক অভিনীত হয়। নাট্যানুষ্ঠান তিন দিন ধরিয়া চলে।

নবাব প্রাসাদের দুরবস্থা

লালবাগে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাব নাজিম প্রাসাদের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে।

অফিসিয়াল ট্রাষ্টির পরিচালনায় ১৮২৯ সালের হুমায়ুন ঝাঁর এই প্রাসাদটি ভূমিস্যাৎ হইতে চলিয়াছে। প্রাসাদে সেন্ট্রি আছে, অস্ত্র নাই। তাদের মাস মাহিনা ১২ টাকা, মহার্ঘভাতা ২০ টাকা। গাইডের মাহিনা ৩০ টাকা। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেল যে, এই প্রাসাদ দেখিবার জন্য যদিও দর্শকদের দর্শনী বাবদ কিছু নাকি দিবার নিয়ম নাই। তথাপি কিছু লোক অভিযোগ করেছেন রীতিমতই নাকি দর্শনী আদায় চলিতেছে।

জার্ম্মানীতে কৃষক পরিবারের অবকাশ যাপন

গরমের ছুটি; চলো শৈলাবাসে নয়তো চলো সমুদ্র সৈকতে। এই ছিল চলতি রেওয়াজ বিদেশে কিন্তু মানুষের মনমেজাজ বদলাচ্ছে। তারা এখন শহর থেকে দূরে কোন গ্রামে চাষীর খামারবাড়ীতে গিয়ে সপরিবারে ছুটি কাটিয়ে আসছে।

নদী, বন, পাহাড়ঘেরা গ্রামে গিয়ে চাষীর বাড়ীতে অতিথি হয়ে ছুটি কাটানো কম উপভোগ্য নয়। দেশের সত্যিকার মানুষদের সঙ্গে মিশলে, দেশের মাটির সঙ্গে পরিচয় হলে মনের উদারতা বাড়ে, শহরের মানুষের সঙ্গে গ্রামের মানুষের একটা নিকট সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এছাড়া শহুরে অতিথিদের কাছ থেকে কিছু অর্থ উপার্জ্জন হলে চাষীদের সংসার নির্বাহ কিছুটা স্বচ্ছল হয়ে উঠে।

পশ্চিম জার্মানীর কোন একটি রাজ্যে আজকাল বহু শহরের মানুষ ছুটি কাটাতে আসে। গোড়ায় চাষীরা পড়তো মহা ফাঁপরে। অতিথিদের থাকতে দেবে কোথায়? কিন্তু ওদেশের গভর্ণমেণ্ট তো আর উদাসীন নয়। সরকার ওদের বাড়তি ঘর বানাবার জন্যে ঋণ দিলেন, পথঘাট তৈরী করে দিলেন, অবকাশ উপভোগকারীদের জন্য তৈরী করলেন সুইমিংপুল ও গল্পগুজব, আলাপ-আলোচনার জন্যে ঢাকা চত্বর। গ্রামে ছুটি কাটাতে খরচও কম লাগে। শৈলাবাসে কিংবা সমুদ্র সৈকতের হোটেলে গিয়ে থাকা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বলে অনেকে কেবল সস্ত্রীক যেতেন, ছেলেমেয়েদের আনতে পারতেন না কিন্তু গ্রামে চাষীর বাড়ীতে সপরিবারে যাওয়া চলে ও অর্দ্ধেক খরচেই কুলিয়ে যায়।

অবশ্য চাষীর বাড়ীতে আপনি হোটেলের মত সাজানো-গোছানো ঘর পাবেন না কিংবা থাকা খাওয়ার আধুনিক আরাম পাবেন না বটে কিন্তু কম খরচে চাষী পরিবারে আত্মীয়-স্বজনের মত মিলেমিশে ছুটিটা কাটাতে পারলে দেহমন দুয়েরই উপকার হয়। আর ছেলেমেয়েদের তো কথাই নেই। তারা গ্রামের উদার আকাশে, মুক্ত বাতাসে আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠে আর চাষী যখন তাদের ট্র্যাক্টরে চাপিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে আসে তখন তাদের সেই আনন্দ শতগুণ হয়ে ওঠে।

চা-এর দোকানে মদ

গত ১৮ই জুন সন্ধ্যায় মুর্শিদাবাদের অন্তঃশুল্কাধ্যক্ষ শ্রীইউ, কে মাহাতো মহাশয়ের তত্ত্বধানে স্থানীয় আবগারী বিভাগের সাব-ইন্সপেক্টর ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ অতর্কিতে হানা দিয়া মোহন সিনেমার নিকটবর্ত্তী কতিপয় চায়ের দোকানে তল্লাসী চালাইয়া বেশ কয়েক বোতল দেশী মদ উদ্ধার করেন। অন্তঃশুল্কাধ্যক্ষ মহাশয় ও কর্ম্মচারিবৃন্দের প্রশংসনীয় উদ্যম ও তৎপরতায় চায়ের দোকানে মদ উদ্ধার সম্ভব হয়।

আমের ঝুড়ির নীচে চাইনিজ ছুচের বাক্স

গত ২৬শে জুন বৈকালে ভগবানগোলা ষ্টেশনের সন্নিকটে একটি ট্রাকে কলিকাতা লইয়া যাওয়ার জন্য আম বোঝাই করিতেছিল। এমন সময় গোপনসূত্রে সংবাদ পাইয়া সাব-ইন্সপেক্টর শ্রীযতীন্দ্র-নাথ ঘোষ তাঁহার দলবল সহ ট্রাকটি ঘেরাও করিয়া সার্চ্চ আরম্ভ করেন। উক্ত ট্রাকে আমের ঝুড়ির নীচে ৪টি কাঠের বাক্স পাওয়া যায়। বাক্স চারটির গায়ে সাবান ও এভারেডী বেটারী লেখা আছে এবং বাক্স ৪টি শীল করা অবস্থায় ছিল। বাক্স খুলিয়া দেখা যায় যে, বাক্স ভর্ত্তি চাইনীজ ছুচ যাহার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩০০০ টাকা। তৎক্ষণাৎ ট্রাকের পাঞ্জাবী ড্রাইভার ও তাহার এ্যাসিষ্ট্যাণ্টকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাদের জবানবন্দী অনুসারে জানা যায়, জিয়াগঞ্জের বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী মদনলাল মাড়োয়ারী উক্ত ট্রাকে কলিকাতা লইয়া যাওয়ার জন্য ছুচের বাক্স বোঝাই করিয়াছিল। এই সূত্র ধরিয়া পুলিশ শ্রীমদনলাল মাড়োয়ারীর জিয়াগঞ্জের মনোহারীর দোকান, বাড়ী ও গোডাউন সার্চ্চ করে। সংবাদে প্রকাশ বর্ত্তমানে শ্রীমদনলাল মাড়োয়ারী নাকি ফেরার আছে।

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে
মুক্তহস্তে দান করুন

আমাদের উপায়

স্থান—পুকুর ঘাট

কাল—বৈকাল—মেয়েদের জল আনার সময়।

প্রথমা—দিদি! শাস্তর ক'রেছিল কোন আহাম্মুক? পুরুষগুলো আমাদের রক্ষক। তারা যদি দুর্বৃত্তের হাতে আমাদের রক্ষা কর্‌তে না পারে, আর তাদের সম্মুখে আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়ে যায়, তাতে পুরুষের কোন দোষ নাই, দোষ হয় আমাদের, জাত যায় আমাদের, ধর্ম্ম যায় আমাদের।

দ্বিতীয়া—শাস্তর যে পুরুষের তৈরী। শাস্তর পুরুষেরই ওকালতি করে। আমাদের নয়।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার
ছায়াবাণী সিনেমার সম্মুখে
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের
চ্যবনপ্রাশ

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ,
কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।
বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ·০৬ নঃ পঃ।
বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।
শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত. পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।